০৯-০৫-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*"মিষ্টি বাচ্চারা - অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা দৈহিক যাত্রা করেছ। এখন রুহানি যাত্রা কর, ঘরে বসেই বাবার স্মরণে থাক। এই যাত্রা খুবই চমৎকার।"

প্রশ্নঃ- বাচ্চাদের কোন ব্যাপারে বাবা খুব আশ্চর্য হন?*

*উত্তরঃ- যে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বাচ্চারা অর্ধেক কল্প ধরে ধাক্কা খেয়েছে, চিৎকার করে ডেকেছে... সেই সম্পত্তির দাতা আসার পর তাঁর বাচ্চা হয়ে গিয়েও তাঁকে পরিত্যাগ করলে বাবা আশ্চর্য হয়ে যান। বাচ্চারা চলতে চলতে উঁচুতে ওঠার পরিবর্তে একেবারে নীচে পড়ে যায় - এটাও কত আশ্চর্যের।*

*প্রশ্নঃ- কোন্ বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে খুব ভালো দক্ষিণা পায়?*

*উত্তরঃ- যে বাবার রচিত এই রুদ্র যজ্ঞকে ভালোভাবে সামলায় এবং শ্রীমৎ অনুসারে চলে সে বাবার কাছ থেকে খুব ভালো দক্ষিণা পায়।*

*গীতঃ- আমাদের তীর্থ অনন্য...*

ওম্ শান্তি। রুহানি যাত্রীরা এই গীত শুনল। তোমরা বাচ্চারাই হলে রুহানি যাত্রী। ওরা যারা তীর্থযাত্রাতে যায় তাদের বলা হয় দৈহিক যাত্রী। অর্ধেক কল্প ধরে ওই দৈহিক যাত্রা চলতে থাকে। প্রত্যেক জন্মতে তোমরা সেই যাত্রা করে এসেছ। ওরা তো দৈহিক যাত্রা করার পর আবার ঘরে ফিরে আসে। তোমাদের এই যাত্রা হল রুহানি যাত্রা। ওরা হল লৌকিক পান্ডা আর তোমরা হলে রুহানি পান্ডা। তোমাদের অর্থাৎ পাণ্ডাদের প্রধান কে? নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁকে পাণ্ডব সেনাদের আদি পিতা বলা হয়। তোমরা জানো যে আমরা আগে দেহ-অভিমানী ছিলাম। এখন পুনরায় ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা এসে দেহী-অভিমানী বানাচ্ছেন। তোমরা এখন রুহানি যাত্রা করছ, এর সাথে কর্মেন্দ্রিয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। ওরা তীর্থযাত্রার সময়ে পবিত্র থাকে তারপর ফিরে এসে আবার বিকারী হয়ে যায়। গৃহস্থীরাই এইরকম যাত্রাতে যায়। বাস্তবে নিবৃত্তি মার্গ গৃহস্থ ধর্মের থেকে আলাদা। সর্বদা ব্রাহ্মনরাই তীর্থযাত্রা করাতে নিয়ে যায়। এইরকম গায়নও করে যে, ৪ ধামের যাত্রা করলাম কিন্তু তবুও বাবার থেকে দূরেই রয়ে গেলাম। বাবা এখন তোমাদেরকে যাত্রা করানোর জন্য পবিত্র বানাচ্ছেন। তিনি মুক্তিধাম, জীবনমুক্তি ধামে নিয়ে যাবেন। এই দুনিয়াতে আর আসতেই হবেনা। ওরা তো তীর্থযাত্রা করে আবার ফিরে আসে। ফিরে এসে নোংরা কাজকর্ম করে। তীর্থযাত্রার সময় ক্রোধ করতেও বারণ করা হয়। শুধু সেই সময়ের জন্য ওরা পতিত হয়না। ৪ ধামের যাত্রা করতে ৩-৪ মাস সময় লেগে যায়। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা এখন ফেরত যাচ্ছি। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন, যতটা সম্ভব আমাকে স্মরণ কর। এইটা হল মুক্তিধামের যাত্রা। তোমরা সেখানে যাচ্ছ। তোমরা সেখানেরই নিবাসী। বাবা প্রতিদিন বলছেন আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং তোমরা আগে এগিয়ে যাবে। তোমরা তো ঘরে বসেই যাত্রা করছ। তাই এটা কত চমৎকার যাত্রা। যোগ অগ্নির দ্বারা সমস্ত পাপ কেটে যায়। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা এই দৈহিক যাত্রা করেছ। প্রথমে অদ্বৈত যাত্রা করা হত, পরে দ্বৈত যাত্রা শুরু হয়। প্রথমে কেবল শিবেরই পূজা

হত, পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের এবং তারও পরে লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা আরম্ভ হয়। আর এখন তো কুকুর-বিড়াল, নুড়ি-পাথর ইত্যাদি সবারই পূজা করছে। বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, এইসব হল পুতুল পূজা। শিববাবা এবং দেবী দেবতাদের কর্তব্যকে তো জানেই না। পুতুলের কোনো কর্তব্য থাকেনা। শিববাবার কর্তব্যকে না জানলে সেটা তো পাথর পূজা হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু না কিছু মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে যায়। সত্যযুগে এইরকম দৈহিক যাত্রা করা হবেনা। সেখানে মন্দির ইত্যাদি কোথা থেকে আসবে। এইটা তো ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া। নিজেকে পতিত ভাবে বলেই না পবিত্র হওয়ার জন্য গঙ্গাস্নান করে। কুম্ভমেলার রহস্যও বোঝানো হয়েছে। এইটাই হল সত্যিকারের সঙ্গম। গায়নও করা হয় যে আত্মা-পরমাত্মা আলাদা থেকেছে অনেককাল, সুন্দর মিলন তখনই হয় যখন মেলে সৎগুরু দালাল। সৎগুরু পতিত-পাবন দালালের রূপে এসে মিলিত হন। তাঁর তো নিজের কোনও শরীর নেই। তিনি এই দালালের মাধ্যমে তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে নিজের বাগদত্তা বানান। অর্থাৎ নিজের পরিচয় দেন। বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে শান্তিধামে এবং পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। বাচ্চারা জানে যে ভারত পবিত্র ছিল। একটাই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। আর্য বলে কোনও ধর্ম ছিল না। আর্য এবং অনার্য। যদি দেবী দেবতাদের আর্য বলা হয় তাহলে আর্য ধর্মতে রাজত্ব কে করত? শিক্ষিতদেরকে আর্য বলা হয়। এই সময়ে সবাই অনার্য, অশিক্ষিত। বাপদাদাকে জানেই না। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিববাবা। ওনার পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর এবং তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তাহলে জগৎ আম্বাকেও প্রজামাতা বলা যাবে। ইনার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা হয়। এরা সবাই দত্তক নেওয়া সন্তান। কে দত্তক নেন? পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা জানো যে আমরা তাঁর সন্তান। কিন্তু বাবাকে ভুলে গিয়ে আমরা অনাথ হয়ে গেছি। কেউই গড ফাদারের কর্তব্যকে জানে না। বাবা এসেই এদেরকে পবিত্র বানান। বাবা এসেই তোমাদেরকে পবিত্রতার শিক্ষা দেন। এখন যেখানে যেতে হবে সেই স্থানকে স্মরণ করতে হবে। প্রতি মুহূর্তে মায়া ভুলিয়ে দেয়। এটা তো যুদ্ধের ময়দান, তাই না? তোমরা বাবার হয়ে যাও, তারপর মায়া আবার নিজের করে নেয়। এটা হল প্রভু আর মায়ার নাটক। বাবার সন্তান হয়ে জ্ঞান শোনার পরেও আশ্চর্যজনক ভাবে চলে যায়। মায়াও খুবই শক্তিশালী। বুদ্ধিযোগবলের দ্বারা এই যুদ্ধ বাবা ছাড়া আর কেউই শেখাতে পারেনা। সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগ লাগালেই শক্তি প্রাপ্ত হয়। তোমরা জানো যে এখন পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরতে হবে। এখানে অভিনয় করার জন্য এই শরীর নিয়েছি। আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। এইটা হল অন্তিমের ছোট অথচ মহান কল্যানকারী যুগ। তোমরা সব জ্ঞান গঙ্গারা জ্ঞান সাগরের থেকে উৎপন্ন হয়েছ। বাবা বলছেন, বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে তোমাদের আয়ুও বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্যও তোমরা অমর হয়ে যাবে। অকালে মৃত্যু হবেনা। সময় হলে নিজে থেকেই এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেবে। চলতে ফিরতে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা এই সৃষ্টিকে পবিত্র করে দাও। বাবা তো পবিত্র বানানোর জন্যই এসেছেন। তারই চারা রোপণ হবে যে দেবতা ছিল। এখন শূদ্র হয়ে গেছে অথবা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। ওরা সকলেই আসবে। সকলেরই নিজস্ব শাখা আছে। এখানেও প্রত্যেকের নিজস্ব নিয়ম আছে। এখন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের চারা লাগানো হচ্ছে। যে আগে ব্রাহ্মণ হয়েছিল সেই আসবে। ব্রাহ্মণ না হলে দেবী দেবতা হতে পারবে না। ব্রহ্মার সন্তান না হলে শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাবেনা। যারা দেবতা ধর্মের তারা ব্রাহ্মণ ধর্মতে অবশ্যই আসবে। তোমরা এখন কাঁটা থেকে ফুল হয়েছ, কাউকে দুঃখ দাওনা। সবথেকে বড় শত্রু হল রাবণ। ৫ বিকার রূপী এই শত্রু হল গুপ্ত। অর্ধেক কল্প ধরে সবার মধ্যে লড়াই লাগিয়ে সবাইকে পতিত বানিয়ে নীচে নামিয়ে দিয়েছে। বাবা এখন যজ্ঞের রচনা করেছেন। বেহদের বাবা এই রুদ্র জ্ঞান

যজ্ঞ রচনা করেছেন যাতে সবকিছু উৎসর্গ করতে হবে। ঘোড়ার ওপরে আত্মা বিরাজমান। এর নামই হল রাজস্ব – রাজত্বের জন্য রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। স্বর্গের স্থাপনার জন্য কত বড় যজ্ঞ রচনা করেছেন। তোমরা জানো যে এই দুনিয়ার এখন বদলি হবে। তাই অন্তরে নেশা থাকে। বাবা এই যজ্ঞের রচনা করেছেন। একে ভালো করে সামলাতে হবে। যে শ্রীমৎ অনুসারে চলবে সে খুব ভাল দক্ষিণা পাবে। ভালো করে যজ্ঞের দেখাশুনা করলে তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে, যার জন্য তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে ধাক্কা খেয়েছ। যখন বাবা এসেছেন সেই সম্পত্তি দিতে তখন তাকেই তোমরা পরিত্যাগ কর – বাবা তো আশ্চর্য হয়ে যান। প্রেমিকারা গাইত যে তোমার কাছে সমর্পিত হয়ে যাব। এখন আমি আসার পর আমার হয়ে গিয়েও আমাকে পরিত্যাগ করে। তারা তখন ওপরে ওঠার পরিবর্তে নীচে পড়ে যায়। চড়তে পারলে বৈকুন্ঠ রসের স্বাদ পাবে... তফাৎ তো আছেই। কোথায় প্রধানমন্ত্রীরা আর কোথায় গরীব উপজাতিরা। তাই এখন পুরুষার্থ করে বাবার কাছ থেকে রাজত্ব নিতে হবে। এটা হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। ভক্তিমার্গের জন্য এইসব শাস্ত্র ইত্যাদি বানানো হয়েছে। ভগবান তো একজনই, যাকে পতিত-পাবন বলা হয়। শান্তিধাম এবং সুখধামে কেউ তাঁকে ডাকে না। বাচ্চাদের পুরো নেশা চড়তে হবে। এইটা হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এরপরে আর কোনো যজ্ঞ রচিত হবেনা। ওরা বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য লৌকিক যজ্ঞ রচনা করে। বাবা পুরো অর্ধেক কল্পের জন্য বিপর্যয় সমাপ্ত করে দেন। কোনো সাধু সন্ত এটা জানে না। মুখ্য হল ভগবানের গাওয়া গীতা মাতা যেটাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। তাই এখন সমস্ত মানুষকে সাবধান করতে হবে কারণ তাদের বুদ্ধিযোগ কৃষ্ণের সাথে জুড়ে গেছে। কৃষ্ণ তো এইরকম বলে না যে মন্মনা ভব, আমাকে স্মরণ করলে আমি সাথে করে নিয়ে যাব। এখানে বাবা বসে এইরকম লায়ক বানান। কালো থেকে ফর্সা বানান। তোমরা শ্যাম হয়ে গিয়েছিল, বাবা পুনরায় সুন্দর স্বর্গের যোগ্য বানাচ্ছেন। চলতে ফিরতে বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এইরকম অবস্থা হয়ে গেলেই তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে। সুস্বাস্থ, সম্পত্তি এবং খুশি। যে বাবার কাছ থেকে তোমরা এত উত্তরাধিকার নাও সেই বাবাকে কতই না স্মরণ করতে হবে এবং তার শিক্ষা অনুযায়ী চলতে হবে। কাঁটাকে ফুল বানাতে হবে। তোমরা এখন ফুল হচ্ছ, এটা হল বাগান। এখন তো চারদিকে পাথরের জঙ্গল। অকাসুর, বকাসুর এইসব সঙ্গমযুগেরই নাম। সবারই তো উদ্ধার হবে। যে যত পড়বে, অন্যকে পড়াবে, শ্রীমৎ অনুসারে চলবে সে বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাবে। তোমরা চিরসুখী হয়ে যাবে। এখন তোমাদের ১০০ শতাংশ উত্তরণ কলা। তারপর আবার কলা কম হতে থাকবে। এখন তো কলা একবারে শেষ হয়ে গেছে। গায়নও করে যে আমি হলাম নির্গুণ, আমার মধ্যে কোনো গুন নেই। বাবা তো ক্ষমাশীল। তিনি প্রতিকল্পের সঙ্গমযুগে আসেন। ভারত যখন স্বর্গ হবে তখন সকলে সুখী হয়ে যাবে। এখন বাচ্চাদেরকে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে, আসুরী মত অনুসারে নয়। বাবা বলেন যে আমারই সবথেকে বেশি অবমাননা করা হয়। হয় তাঁকে নাম রূপের থেকে পৃথক বলে দেয় নাহলে বলে প্রত্যেক কনাতে তিনি আছেন। এইসব নাটকের মধ্যেই আছে। তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছ এবং বাবাকে জেনে তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ। এখন তো অহেতুক খুন খারাপির খেলা চলবে। অহেতুক অনেক বিপর্যয় আসবে, কতজন মারা যাবে। ভক্তিমার্গে তো কত দেব দেবীর চিত্র বানায়। কত খরচ করে। মূর্তি বানিয়ে পূজা করে তাকে আবার ডুবিয়ে দেয়। তাহলে এটা তো পুতুলেরই পূজা হল, তাই না? কালীর কিরকম মূর্তি বানায়, কোনো মানুষ কি এইরকম হয়? তোমরা যারা এইখানে বসে আছ তারা যাত্রা করছ। ট্রেনে বসে বসেও রুহানি যাত্রা করছ। বুদ্ধিযোগ যাত্রার সঙ্গে লেগে আছে। যদি বুদ্ধিযোগ লেগে না থাকে তাহলে কেবল সময় নষ্ট হয়। বাবা বলছেন, সময় নষ্ট কর না। তোমাদের সময় অনেক মূল্যবান। এক সেকেন্ডও উপার্জন না

করে ছাড়বে না। বাবা তো সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করান। বাবা বিশ্বকে স্বর্গ বানানোর জন্য এই যজ্ঞ রচনা করেছেন। বাবা-বাবা করতে থাকলেই পার হয়ে যাবে। আমরা হলাম ব্রাহ্মন, আমাদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব। বাবা বলছেন বাচ্চারা, আত্ম-অভিমানী হও। মানসিক ভাবে এবং বচন অথবা কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দিওনা, খুব মিষ্টি হও। ক্রোধের দ্বারা অনেক অহিতসাধন (ডিসসার্ভিস) করে ফেল। এখনও তো কেউ সম্পূর্ণ হয়নি। বিকারের ভূত খুবই ক্ষতিকারক। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

*ধারণার জন্য মুখ্য সার:-*

১) বর্তমান সময় খুবই মূল্যবান। তাই এক সেকেন্ডও উপার্জন না করে ছাড়া যাবেনা। আত্ম-অভিমানী থাকার পুরো পুরুষার্থ করতে হবে।

২) চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করে নিজের অবস্থাকে সুদৃঢ় করতে হবে। খুব মিষ্টি হতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেওয়া চলবে না।

*বরদান:- মালিকত্বের স্মৃতিতে থেকে শক্তিসমূহকে নির্দেশ অনুসারে পরিচালনা করতে সমর্থ স্বরাজ্য অধিকারী হও।*

বাবার কাছ থেকে যেসকল শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে সেইসব শক্তিকে কার্যতে প্রয়োগ কর। সময় অনুসারে শক্তিগুলোকে ব্যবহার কর। কেবল মালিকত্বের স্মৃতিতে থেকে নির্দেশ দিলেই শক্তিসমূহ তোমার নির্দেশ পালন করবে। যদি দুর্বল হয়ে নির্দেশ দাও তাহলে পালন করবে না। তোমরা সকলেই রাজকীয় সন্তান কারণ স্বরাজ্য তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। এটা কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

*স্লোগান:- ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থির হয়ে প্রত্যেক কর্ম করলে সফলতা প্রাপ্ত হতে থাকবে।*